বিপ্রতীপ ভালোবাসা - ৪

(জুলিয়া উপাখ্যান এর চতুর্থ পর্বের পর)

মুর্শেদুল কবির

ফোন রেখে রাজন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল। লোপা প্রায়ই ওকে ফোন করে উদ্ভট আর এলোমেলো সব কথা বলে। প্রথমে তেমন একটা পাত্তা দেয়নি ওকে, তারপরও অবস্থার পরিবর্তন না হওয়াতে ও মনে করত মেয়েটা হয়ত মানসিকভাবে সম্পূর্ন ম্যাচিউরড্ না। কিন্তু লোপা যে রাজনের প্রেমে পড়েছে এটা রাজন মাত্র কিছুদিন হল বুঝতে পেরেছে। আর প্রেমে পড়লে মানুষ তো কত উদ্ভট কান্ডই করে! ও নিজেই তো...সেদিন জুলিয়া এত করে বল্ল স্যার, বৃষ্টি হলে আসার দরকার নেই। জুলিয়ার সে বারন শুনেনি রাজন। পরদিনই বৃষ্টি হয়েছে এবং সে ও যথারীতি বৃষ্টিতে ভিজে কাই হয়ে জুলিয়াকে পড়াতে গেছে। গাড়ি ছিল সার্ভিসিংয়ে, তাছাড়া বৃষ্টি বাদলের দিনে গাড়ি খুব একটা বের করা হয় না। রিক্সাতে চেপেই জুলিয়াকে পড়াতে গেছে। অর্ধেক রাস্তায় এসে রিক্সা পড়ল খোলা ম্যানহোলের গর্তে, বৃষ্টির পানি জমে সেটা ডুবে যাওয়ায় রিক্সাওয়ালা সেটা দেখতে পায়নি। অনেক কষ্টে রিক্সা উঠানোর পর দেখা গেল বাম দিকের চাকা বেঁকে গেছে। আশেপাশে রিক্সা তো দূরের কথা, কোন যানবাহনই ছিল না, তবে সাথে ছাতা ছিল, সেটাই মাথার উপর মেলে ধরে হাঁটা ধরল। কিন্তু সেদিন ওর কপাল খারাপ ছিল, কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই একটা দমকা বাতাস ওর ছাতাটাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেল্ল পাশের উপচে পড়া একটা ড্রেনের মধ্যে। অগত্যা ছাতা ফেলেই আবার হাঁটা ধরেছিলো ও। পুরো পনের মিনিট বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে জুলিয়াদের বাসায় পৌঁছেছে। যদিও তার পরের তিনদিন ও জ্বরের কারনে বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। একেই কি প্রেম বলে? জীবনের প্রথম প্রেমে পড়া নিয়ে রাজন এখনও বেশ দ্বিধান্বিত। ও যদি জুলিয়ার প্রেমে না পড়ত তাহলে হয়ত কোনদিনও এমন কাজ করত না, প্রেমের জন্য বন্ধুদের পাগলামি দেখে এতদিন ও মজা পেয়েছে, কখনওবা বিস্মিত এমনকি বিরক্ত পর্যন্তও হয়েছে। কিন্তু লোপার ব্যাপরটা ওকে ক্রমেই চিন্তিত করে তুলেছে। কিছুদিন আগে রাত তখন প্রায় একটা, লোপা ওকে ফোন করে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলছে-'প্লিজ রাজন ভাই একটু হাসুন তো!' ওতো আকাশ থেকে পড়ল। ও ঠান্ডা স্বরে বল্ল -'আমার সাথে ফাইজলামি কর?'

- 'ফাইজলামির কি হল? আর, আপনার সাথে আমি ফাইজলামি করব কেন? আমার কি ফাইজলামি করার লোকের অভাব? তাছাড়া এখন কি ফাইজলামির সময়? নাকি আপনার সাথে আমার ফাইজলামির সম্পর্ক?
- এতকিছু যখন বুঝ্ছ তাহলে ফাইজলামিটা করছ কেন? মাঝরাতে অযথা ফোন করে বিরক্ত করা আর ফাইজলামি করা একই জিনিস।
- 'প্লিজ হাসুন না।' -নিজেই হাসতে হাসতে বল্ল লোপা। রাজনের কথা যেন শুনতেই পায়নি।
- 'শুধু শুধু হাসতে যাব কেন?' মহাবিরক্ত হয়ে উঠল রজান।
- 'আহ্, শুধু শুধুই না হয় হাসলেন...আমি তো আপনাকে বিরাট কোন অপরাধ করতে বলছি না...'

- 'অনেকটা সেরকমই,' হঠাৎ চেঁচালো ও, 'দেখো লোপা,' একটু থেমে শান্ত স্বরে বলার চেষ্টা করল রাজন 'তুমি বুদ্ধিমান একটি মেয়ে, ডাক্তারি পড়ছ, আর যাই হোক তোমার মধ্যে এই পাগলামি এই শোভা পায় না। রাত বিরেতে আমারও এসব ভাল লাগছে না, একদম না।'
- এত কথা বলছেন কেন? আপনাকে হাসতে বলেছি আপনি হাসেন। হাসার উপর তো গভার্ণমেন্ট এখনও টেক্স বসায়নি। হাসুন তো!
- 'এই পাগলকে থামাবার একটাই উপায়' মনে মনে বল্ল রাজন। জোর করে হাসাটা যে কি কষ্টের কাজ সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেল রাজন, তারপর খ্যাক খ্যাক ভিলেনের মত খানিকটা হাসল, 'থ্যংক ইউ সো মাচ' তাতেই মহা খুশি হয়ে গেল লোপাওআচ্ছা, আপনি আমাকে উন্মাদ ভাবছেন না তো?' ফোন রাখার আগে লোপার প্রশ্ন।
- কথা নেই বার্তা নেই রাত দুপুরে ফোন করে যদি কোন তরুণী মেয়ে কাউকে অযথা হাসতে বলে তবে তার মস্তিস্কের স্থিরতা সমন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

  যথেষ্ট শান্তভাবে বল্ল রাজন-'আমার জায়গায় হলে তুমি কি করতে?'
- 'সত্যি করে বলব?' লোপার আগ্রহী কন্ঠ শুনতে পেল রাজন।
- হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে আমি সেটাই আশা করছি।
- আপনি যদি আমায় কোন রাতে ফোন করে হাসতে বলতেন তাহলে সেই রাত হত আমার বিয়ের আগের শ্রেষ্ঠ রাত, আমি আপনাকে সারারাত আমার হাসি শোনাতাম।'
- 'জীবনে কোনদিন ভুলেও আমি ঐ কাজটি করতে যাব না' মনে মনে ভাবল ও, 'বিয়ের আগে কেন? ' এই প্রশ্নটি করতে গিয়েও করল না, পাগলের সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ফোন রাখতে পাড়লেই ও বাঁচে। 'গুডনাইট' বলে রেখে দিল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, আসল কথাটাই তো বলা হয়নি' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোপা।
- ' এখনও কথা বাকি আছে?'
- হ্যাঁ, যে কারনে ফোন করেছিলাম সেটা বলতেই তো ভুলে গেছি।
- কারনটা কি?
- সরি রাজন ভাই ভুলে গেছি। প্রচন্ড বিরক্তিতে ঘুম চলে গেছে। নাহ্, এর একটা বিহিত করতেই হবে। মাঝে মাঝে যখন ওর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ও এমনটা ভাবে। হয় লোপার আব্বু-আম্মুকে ব্যাপারটা জানাবে নয়ত ওকে একদিন চরম অপমান করবে। ২য় কাজটা করা ওর জন্য খুব কঠিন। ও সেটা করতেও চায় না। যে কেউই চাইবে তার জীবনের শেষ ক'টা দিন কারো মনে কোন কষ্ট না দিতে। রাজনও চায়। 'ওর সাথে আমার আরো পড়হংবৎাধঃরাব হওয়া লাগবে।' মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল। ড্রেস চেন্জ করে নীচে নেমে এল ও, জুলিয়াকে ফোন করার কথা ভুলে গেল। রাগের চোটে মেইন গেট প্রচন্ড জোরে লাগাল। পেছন থেকে ওর মা চেচিঁয়ে উঠল। কিরে রাজন, এত রাতে কোথায় চল্লি?' জবাবে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ও 'ঘড়ি চিননা তুমি? সন্ধ্যা সাতটাকে কি করে এত রাত বল্লা?' গজ

গজ করতে লিফটের দিকে হাঁটা ধরল। পনের তলা বিল্ডিংয়ের নয় তলায় ওদের বিশাল এ্যাপার্টমেন্ট। প্রচন্ড রাগে ওর মাথার ভেতরটা দপদপ করছিলো কিন্তু ও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, রাগের কারনটা ওর কাছে স্পষ্ট নয়। দোকানে গিয়ে ৫০ টাকার নোট দিয়ে টিস্যু চাইল, দোকানদার বল্ল- 'ভাংতি নাই। 'ব্যাবসা করেন ভাংতি রাখেন না কেন?' চেচিয়ে উঠল ও নাকি আপনারা মনে করেন যে আমরা ভাংতি টাকায় পকেট ভর্তি করে রাখি? লাগবে না ভাংতি, পুরো টাকার টিস্যু দিন।' একটু পর ও দুহাতে চারটি টিস্যুর প্যাকেট নিয়ে বাসায় ঢুকল। ওর ঘরে ঢুকেই বেড সাইড টেবিলের উপর রাখা ফোন সেটটার দিকে ওর চোখ পড়ল, এই জিনিসটা ওর ঘরে এমনভাবে রাখা যে কেউ ওর ঘরে ঢুকলে প্রথমেই তার চোখ পড়বে ওটার উপর। ওরও পড়ল, আর সাথে সাথেই জুলিয়াকে ফোন করার কথা মনে পড়ল। দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে টিস্যু হ্যাঙ্গারে একটা টিস্যুর রোল সেট করেই দৌড়ে আবার ওর ঘরে এসে ঢুকল। জুলিয়াদের নাম্বারটা ফোনের মেমরিতে সেইভ করা, নির্দিষ্ট একটা সুইচ টিপতেই লাইন চলে গেল জুলিয়াদের নাম্বারে। কিন্তু লাইন এ্যানগেইজড। মেজাজ আবার চড়তে শুরু করল ওর। বেশ কয়েকবার রিডায়াল করেও কোন ফল হল না। ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্ল ও, অনেক দাম দিয়ে কেনা সেটটা ও এক আছাড়ে দু টুকরো করে ফেলল। শব্দ শুনে দৌড়ে এলেন ওর মা। ওকিরে রাজু কি হয়েছে তোর? সেই সকাল থেকে এমন করছিস কেন?' মার গলায় স্পষ্ট উৎকন্ঠা। মার দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে হেসে বল্ল 'জুলিয়াদের লাইনটা এ্যানগেইজড্ মা...' - 'তাতে কি হয়েছে? ফোনের লাইন তো এ্যানগেইজড্ থাকতেই পারে।' মা ওকে বোঝালেন 'তাই বলে জিনিস পত্র ভাঙ্গচুর করতে হবে?' ওর মা বলতে বলতে ছেলের কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চেষ্টা করলেন কিছু শান্তনার বাণী ছেলেকে শোনাতে। পারলেন না, বরং গলাটা ধরে এল তার, একমাত্র সন্তানের নিশ্চিত অকাল মৃত্যুর ভবিষ্যতদ্ব্যানী তিনি জানেন, এ অবস্থায় কি শান্তনা তিনি ছেলেকে দিবেন? এই ছেলের দিকে তাকালে বুক ফেটে কান্না আসে তার। রাজন উঠে গিয়ে ভাঙ্গা ফোন সেটটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগল। খুব একটা ক্ষতি হয়নি। সিগন্যাল ট্রান্সফার ডিভাইসটা ঠিক আছে, প্রচন্ড ঝাঁকিতে প্রধান সার্কিটের কয়েকটা তারের সংযোগ শুধু বিছিন্ন হয়ে গেছে। তাতাল দিয়ে ও নিজেই লাগিয়ে নিতে পারবে।ওজুলিয়ার আব্বা বিকেলে ফোন করেছিলো' -ওর মা হঠাৎ বলে উঠলেন। ও সাঁই করে মার দিকে তাকাল্ওআমাকে ডাকনি কেন?' 'তুই ঘুমাচ্ছিলি বলে।' মনে মনে ও নিজের উপর ভীষণ বিরক্ত হল। ও মাঝে মাঝে এমন মরার মত ঘুমায় যে কানের কাছে ফোনের আওয়াজটাও শুনতে পায় না। -'কি বল্লেন উনি? ' -'জুলিয়ার জ্বর নাকি আরো বেড়েছে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। তোকে এ সপ্তাহেও যেতে মানা করেছে।' ওও...আচ্ছা' মনে মনে একটু দমল রাজন। ব্যাপারটা মার চোখ এড়াল না। তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, যে রাজন গত ছয় মাস ধরে সব কিছুতেই বোর ফিল করছে, সে রাজন কেন সামান্য একটা টিউশনিতে চার মাসেও বোর হয়নি? ' প্রায়ই ভাবেন জুলিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে রাজনের সাথে খোলাখুলি একদিন আলোচনা করবেন। কিন্তু হাস্যকর হলেও সত্য যে কাজটা করতে তার সাহসে কুলায় না। মাঝে মাঝে মানুষের জীবনে

এমন সময়ও আসে যখন চিরচিরিত সব কিছুর নিয়মও পাল্টে যায়। এই যেমন মা হয়ে তিনি তার ছেলেকে ভয় পাচ্ছেন। -'সকালবেলা ক্যাটালগ দেখে ফোনটা একটু টেপাটেপি করছিলাম, নতুন কোন ফাংশন জানার জন্য। মনে হয় তখন ওটা লক হয়ে গেছে, দেখতো খুলতে পারিস কিনা।' আসলে নতুন কোন ফাংশন জানার জন্য নয়, রাজনের আম্মা ওটা টেপাটেপি করছিলেন রাজন প্রতিদিন গড়ে কোন নাম্বারে কতক্ষন সময় দেয় সেটা জানার জন্য। তিনি দেখেছেন যে জুলিয়াদের নাম্বার ছাড়া ওর ফোনের ডিজিটাল ইনডেক্সে আর কোন নাম্বার নেই, ঐ একটা নাম্বারই ঘুরেফিরে চার-পাঁচ বার সেইভ করা। তিনি যে রাজনের ইনডেক্স চেক করেছেন সেটার রেকর্ডটা নষ্ট করতে গিয়ে উল্টাপাল্টা টিপে ফোন লক করে ফেলেছেন। সেই লক খুলার চেষ্টা করতে গিয়ে লকটাকে আরো পার্মানেন্ট করে ফেলেছেন। আগের ফোনে এত ঝামেলা ছিল না, কিন্তু রাজনের আব্বা ওকে কি এক ছাতার ফোন সেট কিনে এনে দিলেন, পিচ্চি একটা জিনিসে হাজারটা ফাংশান। দেখতে চান একটা, দেখায় আরেকটা। তবু তিনি যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন বলে রক্ষে। রাজনের ঘরে তিনি খুব একটা আসেন না, যদিওবা মাঝে মাঝে আসেন তাহলে সেটা শুধু রাজনের ফোনের ইনডেক্স চেক করতে নয়ত ওর পার্সোনাল ডায়রি পড়তে। জানেন কাজটা ঠিক নয়, তবুও নিজেকে প্রবোধ দিতে পারেন না।

- 'তাইতো বলি'- ছোট্ট করে একটা নি: শ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বল্ল রাজন-ওলাইন এ্যানগেইজড্ ক্যান্'।
- কিরে কি বলছিস?
- না, কিছু না।
- সেটটা ঠিক হবে?
- সেট ঠিক হবে, তবে লক খুলতে পারব না, এক্সপার্ট আনতে হবে।
- এত করে বল্লাম মোবাইলটা বিক্রি করিস না। তোর আব্বাও কোনদিন আমার কথা শোনেনি, আর তুই তো তারই ছেলে, তুই শুনবি কেন? তোর আব্বুকে মোবাইলে বলে দে, ওঁ-ই আনবে।
- 'এখন পারব না, পরে...' হাই তুলতে তুলতে বল্ল রাজন।

আবার ও নীচ তলায় নেমে একটা ফার্মেসীর দোকান থেকে জুলিয়াদের বাসায় ফোন করল। কিন্তু আবার সেই এ্যানগেইজড টোন। মহা বিরক্ত হয়ে ও কম্পাউন্ডারকে জিজ্ঞেস করল- 'আপনাদের লাইনও কি লকড্ নাকি?'-'কি যে বলেন'- সে মুচকি হেসে উত্তর দিল -'আমাদের প্রফেশনাল লাইন, লক করলে ইনকামও লকড্ হয়ে যাবে।' এই কথা শুনে রাজনও হেসে ফেল্ল। একটু পর আবার করল, ফোন ধরল জুলিয়াদের কাজের মেয়ে, জুলিয়াকে চাইতেই একটু পর ও এসে ফোন ধরল। 'হ্যালো-'

জড়ানো কণ্ঠে বল্ল জুলিয়া। -'হ্যালো আমি রাজন, কেমন আছো জুলিয়া?'

-ও, স্যার...আমি ভাল আছি স্যার...'

-সেই সন্ধ্যা থেকে তোমাদের বাসায় ট্রাই করছি, কার সাথে কথা বলছিলে?'

বিব্রত বোধ করল জুলিয়া। কারন ও কথা বলছিলো অনিন্দ্যর সাথে। কিন্তু স্যারকে সে কথা বলতে চায় না। বল্ল- আমি না, -আম্মুর এক বান্ধবী ফোন করেছিলেন...

-ও আচ্ছা, আমি ভেবেছিলাম... প্রশ্নটা করেছি বলে কিছু মনে করনি তো?'
-'না না' বিনয়ী স্বরে বলল ও 'আপনি যেহেতু অনেকক্ষন ধরে আমাদের লাইনে ট্রাই করছেন সেহেতু এ প্রশ্ন করার অধিকার আপনার আছে।' একটু থেমে আবার বল্ল-'আব্বু মনেহয় বিকেলে আপনার কাছে ফোন করেছিলেন...'
-হ্যাঁ, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আম্মু বলেছে। আমি একবার আসব নাকি জুলিয়া?
'ন্...না, আব্বু বলেছিলেন আমি সুস্থ্য না হওয়া পর্যন্ত... কেন, তিনি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি?' উদ্বিগ্ন স্বরে বল্ল জুলিয়া।
'আরে না না বোকা মেয়ে!' রাজন হেসে ফেল্ল -'পড়াতে নয়, আমি বলছিলাম যে তোমাকে দেখতে আসব কিনা?'
কেন আমাকে দেখতে আসার কি হল?' মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হল ও 'আমার কি নতুন করে রুপ গজিয়েছে নাকি?' জুলিয়া কাছে কেন যেন মনে হয় ওর এই স্যার ওর প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায়। তাই ও রাজনের সাথে ফোনে কথা বলতে বিব্রত বোধ করে। মনে হয় যেন রাজন ওর লাভার, আর ও ওর লাভারের সাথে কথা বলছে। ছিহ্। তাই রাজনের ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমতা আমতা করে বল্ল -'হ্যাঁ, আসতে পারেন, যদি আপনার কোন সমস্যা না হয়...'
'না না আমার আবার সমস্যা কিসের?' খুশী হয়ে উঠল রাজন। দীর্ঘ (!) নয় দিন পর জুলিয়ার সাথে দেখা হতে যাচ্ছে। 'আগামীকাল বিকেলে আসছি আমি। ভাল থেকো। রাখি। ও হ্যা আর একটা কথা...
- 'কি স্যার?'
- 'না কিছু না, এমনিই, রাখি, আল্লাহ হাফেয।' কি মনে করে শেষ পর্যন্ত সপ্নের কথাটা চেপে গেল রাজন। ফোন রেখে তমার মোবাইলে ফোন করল- 'কিরে তুই কোথায়?'-

- আমি এখন এ্যাগোরায় রাজু ভাই, শপিং করছি,
- তাতো বুঝতেই পারছি, ওখানে তো আর কেউ হাওয়া খেতে যায় না।
- কে বলেছে তোমাকে? আমি নিজেই তো মাঝে মাঝে এখানে হাওয়া খেতে আসি।
- তাই নাকি? এ্যাগোরায় কি আজ কাল বিনামূল্যে হাওয়াও বিক্রি করছে নাকি?

মুর্শেদুল কবীর, সিডনী

পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য